



আপনি যদি কখনো সংবাদপত্র খুলে থাকেন বা কোনো সাধারণ জ্যোতিষ অ্যাপ দেখে থাকেন, তবে খুব সম্ভবত আপনি নিজের রাশি হিসেবে সান সাইন (Sun sign) বা সৌর রাশিই খুঁজেছেন। পাশ্চাত্য জনপ্রিয় জ্যোতিষে সূর্যই হলো আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

তাহলে একজন বৈদিক জ্যোতিষীর (Jyotishi) কাছে পরামর্শ নিতে গেলে তাদের প্রথম প্রশ্নটাই কেন হয়, "আপনার রাশি (চন্দ্র রাশি বা Moon sign) কী?"

বৈদিক জ্যোতিষে কেন চাঁদ বা চন্দ্রকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে রাখা হয় তা বোঝার জন্য, আমাদের ভেতরের মূল সত্ত্বা এবং বাস্তব জীবনে আমরা যেভাবে সবকিছু অনুভব করি—এই দুটির মধ্যকার পার্থক্যটা দেখতে হবে।

সূর্য (Surya): আত্মা এবং পরিচয়

বৈদিক জ্যোতিষে সূর্য আত্মাকে প্রতিনিধিত্ব করে—আপনার মূল পরিচয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য।

- এটি প্রতিটি রাশিতে প্রায় ৩০ দিন অবস্থান করে।
- এটি আপনার পিতা, কর্তৃত্ব, জীবনীশক্তি এবং জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যকে নির্দেশ করে।
- এটি অপরিবর্তনশীল, উষ্ণ এবং স্থিতিশীল।

সূর্য আপনার অন্তরের তেজ প্রকাশ করলেও, জীবনে হঠাৎ কোনো মানসিক চাপ, হৃদয়ভঙ্গ বা আনন্দ এলে আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তা প্রকাশ করে না। এর জন্য আপনার এমন একটি জ্যোতিষ্কের প্রয়োজন যা অনেক দ্রুত চলে এবং অনেক গভীরভাবে অনুভব করে।

চন্দ্র (Chandra): মন এবং অনুভূতি

চন্দ্র মানস বা মন, আবেগ, স্মৃতি এবং অবচেতন মনের অবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

ধীরগতির সূর্যের মতো নয়, চন্দ্র রাশিচক্রে খুব দ্রুত ভ্রমণ করে এবং প্রতি ২.২৫ দিনে রাশি পরিবর্তন করে। এটি আলো প্রতিফলিত করে, প্রতিদিন এর কলা পরিবর্তিত হয় এবং অবিশ্বাস্য গতিতে চলে; ঠিক যেমন মানুষের চিন্তাভাবনা এবং মেজাজ পরিবর্তিত হয়।

"মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" (মানুষের মন যেমন, তার বাস্তবতাও তেমন; মনই মানুষের বন্ধন বা মুক্তির কারণ।)

বৈদিক জ্যোতিষ একটি সহজ সত্যের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে: আপনি কেবল জগতে বাস করেন না; আপনি জগত সম্পর্কে আপনার মনের অনুভূতির ভেতরে বাস করেন। দুজন মানুষ ঠিক একই ঘটনার মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু তাদের চন্দ্র রাশির ওপর নির্ভর করে একজন এটিকে একটি রোমাঞ্চ হিসেবে দেখতে পারেন, আবার অন্যজন এটিকে একটি চরম বিপর্যয় হিসেবে দেখতে পারেন।

জ্যোতিষে চন্দ্রের প্রধান ভূমিকা নেওয়ার ৩টি কারণ

১. আপনার ভাগ্যের সময় নির্ধারণ (দশা পদ্ধতি) বৈদিক জ্যোতিষে বিংশোত্তরী দশা নামে পরিচিত গ্রহের পর্যায়গুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে জীবনের বড় ঘটনাগুলি কখন ঘটবে—বিবাহ, পেশাগত পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন বা স্বাস্থ্যগত বদল। এই সম্পূর্ণ সময় গণনার পদ্ধতিটি আপনার জন্মের সঠিক মুহুর্তে চন্দ্রের নির্ভুল অবস্থান এবং এর নক্ষত্রের (Nakshatra) ওপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। চন্দ্র ছাড়া বৈদিক সময় গণনা পদ্ধতি কাজ করে না।

২. মানসিক স্থিতিশীলতাই জীবনের গুণমান নির্ধারণ করে আপনার জন্মছকে সূর্য অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে থেকে আপনাকে খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি দিতে পারে, কিন্তু আপনার চন্দ্র যদি গভীরভাবে পীড়িত থাকে, তবে আপনি উদ্বেগ, অনিদ্রা বা দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষে ভুগতে পারেন। পক্ষান্তরে, একটি শক্তিশালী ও শুভ অবস্থানে থাকা চন্দ্র মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করে—কঠিন সময়েও শান্ত ও সুখী থাকার শক্তি যোগায়।

৩. বিবাহ ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য (কুন্ডলী মিলান) বিবাহের জন্য ঐতিহ্যগত জন্মছক বা কুন্ডলী মিলান মূলত চন্দ্র রাশি এবং নক্ষত্রের মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিচার করে। যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী দাম্পত্য জীবন মানসিক ছন্দ, দৈনন্দিন অভ্যাস এবং যোগাযোগের ধরনের ওপর নির্ভর করে, তাই একটি সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ রাখতে দুটি মনের (Chandra) পারস্পরিক মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি।

মূল কথা

আপনার সান সাইন বা সৌর রাশি আপনার সম্ভাবনা এবং আপনার আত্মার যাত্রার কথা বলে। কিন্তু আপনার চন্দ্র রাশি বা রাশি আপনার প্রতিদিনের জীবনের কথা বলে—আপনার অনুভূতি, আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা এবং আপনি আপনার চারপাশের জগতকে কীভাবে গ্রহণ করেন।

চন্দ্রের ওপর আলোকপাত করে বৈদিক জ্যোতিষ আপনাকে আপনার মনকে বোঝার চাবিকাঠি দেয়; আর যখন আপনি আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তখন আপনি আপনার ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

<https://astroarpitanath.com/bangla/moon-sign-vs-sun-sign/>

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।